রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৭, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ পৌষ ১৪১২ বাং/১৭ ডিসেম্বর ২০০৫ইং

এস, আর, ও নং ৩৪২-আইন/২০০৫—সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬৪ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ২ এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) **"কমিটি"** অর্থ বিধি ৮১ এর অধীনে গঠিত নির্বাচন তদন্ত কমিটি;"

(খ) পঞ্চম ভাগ এর শেষে নিম্নরূপ ষষ্ঠ ভাগ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"৫ম ভাগ
নির্বাচন তদন্ত কমিটি

৮১। **নির্বাচন তদন্ত কমিটি**।—(১) নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালার অধীনে নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম ও অপরাধসমূহ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবার জন্য একটি নির্বাচন তদন্ত কমিটি, অতঃপর কমিটি নামে উল্লিখিত, গঠন করিবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(২) কমিটি একজন চেয়ারম্যান এবং নির্বাচন কমিশন যত সংখ্যক সদস্য নিযুক্ত করা উপযুক্ত বিবেচনা করিবে তত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এর মধ্য হইতে কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিযুক্ত হইবে।

(৪) কমিটি, তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বা তৎসমীপে পেশকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বীয় উদ্যোগে বা নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশে, এমন যে কোন ব্যাপারে কাজকর্ম বা পরিস্থিতি তদন্ত করিয়া দেখিতে পারিবে, যাহা উহার মতে, এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে পারে বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কর্ম বা কোন বাধা বা বল প্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশনা বা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোন আচরণ বা কর্ম।

(৫) এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রয়োগ ও কার্যকর করিবার নিমিত্ত এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজন মনে করিলে কমিটি নির্বাচন শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) কমিটির তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে হাজির হওয়ার এবং শপথপূর্বক কমিটির সম্মুখে জবানবন্দী প্রদান; এবং

(খ) কোন ব্যক্তিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা দলিল দস্তাবেজ বা কোন বস্তু হাজির করিবার জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান।

(৭) কমিটি তদন্ত সম্পাদনের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং রিপোর্টের একটি কপি অবগতির জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৮) কমিটি উহার রিপোর্টে এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ বা নির্বাচনপূর্ব কোন অনিয়ম নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৎকর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত যে কোন সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সুপারিশে কোন কাজ বা অনিয়ম বা লংঘন বা ত্রুটির জন্য দায়ী কোন ব্যক্তির নিকট আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিতভাবে অনুরূপ কাজ বা অনিয়ম বা লংঘন বন্ধ করিবার জন্য অথবা কোন সংশোধনমূলক বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন কর্তৃক কোন আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ জারী করিবার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর, নির্বাচন কমিশন রিপোর্টটি এবং উহার সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিবে এবং যদি কমিটির সিদ্ধান্তের সহিত ঐকমত্য পোষণ করে এবং ইহার সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে, তাহা হইলে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ জারী করিবে অথবা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ জারী করিবে।

(১০) কোন ব্যক্তির নিকট উপ-বিধি (৯) এর অধীন কোন আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ জারী করা হইলে তিনি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ পালন করিতে যদি ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতঃ অনধিক বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে এবং অনুরূপ অর্থ দন্ড নির্বাচন শেষ হইয়া গেলেও আরোপ করা যাইবে।

(১১) এই বিধির অধীনে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবার কাজে কমিটি দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর ক্ষমতা প্রয়োগ, কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা শপথ গ্রহণপূর্বক উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ এবং কোন দলিল বা বস্তু হাজির করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

(১২) কমিটির সমীপে কোন কার্যক্রম দন্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এর অর্থে বিচার সম্পর্কিত কার্যক্রম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১৩) এই বিধির উদ্দেশ্যে **"নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম"** অর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন আচরণ বিধিমালার যে কোন লংঘন এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বর্ণিত অন্যান্য কাজকর্ম বা ত্রুটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এইচ এম আবুল কাসেম
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।